Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.217-225
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বহুসংস্কৃতিবাদের আলোকে সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণা

অজয় বর
পি.এইচ ডি. গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The issue of recognition of minority rights has emerged as a debated issue in recent times. The discussion of multiculturalism is highly relevant in this regard. Multiculturalism is a broader social and political theory. In fact, multiculturalism has emerged through various forms of pluralist thought. It focuses on the recognition of the identity of different groups, as well as emphasizing coexistence and inclusion instead of alienation, integration instead of isolation, trust and tolerance instead of mistrust and intolerance, so that a country can be developed as diverse and multicultural where people from different religious, linguistic, ethnic and national minorities can practice their own culture, ideologies and values. Speaking of unity in diversity, instead of the trend of integration or assimilation, special importance is placed on giving dignity to the uniqueness of different communities. To ensure cultural distinctiveness and identity with protecting minority rights, multiculturalists emphasize on group-differentiated rights.

Keywords: Multiculturalism, Minority Rights, Cultural Diversity, The recognition of Identity, Group-differentiated Rights.

বহুসংস্কৃতিবাদ এই ধারণাটি সম্পর্কে সম্যকভাবে জানার জন্য প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক টি. এইচ. মার্শাল (T.H. Marshall) এর নাগরিকত্বের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। মার্শাল তাঁর 'Citizenship and Social class' বইতে তিন ধরনের নাগরিক অধিকারের কথা বলেন- পৌর, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার (Civil, Political and Social rights)। পৌর অধিকার যা অষ্টাদশ শতকে ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকার, ধর্মের অধিকার ইত্যাদিকে বোঝাত। এই অধিকারগুলো মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ এই অধিকারগুলোর সূত্রপাত ঘটে। বস্তুতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র যে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস ছিল তা নয় বিভিন্ন সামাজিক বিভাজনও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এমনকি অপরাধমূলক কাজকর্মের বিচারের জন্যও কোন সর্বজনীন আইন ছিল না। মানুষ যে স্তরে কিংবা যে শ্রেণীতে অবস্থান করতো সেই অনুযায়ী তার অবস্থানকে বিচার করা হতো। সুতরাং এই ধরনের বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছিল তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল পৌর অধিকার সুনিশ্চিত করা যা প্রথম প্রজন্মের অধিকার হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতকে দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারস্বরূপ রাজনৈতিক অধিকার যেমন সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার

ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে মানুষ নাগরিক হিসেবে এক হয়ে উঠবে আর এই নাগরিক একতার ভিত্তি হল রাজনৈতিক অধিকার। এরপর বিংশ শতকে তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার হিসেবে সামাজিক অধিকারের ধারণা উঠে আসে। যেখানে কল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare State) গড়ে তোলার জন্য উন্নয়নের অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়। যেমন শিক্ষা লাভের অধিকার, কর্মের অধিকার, সামাজিক সুরক্ষার অধিকার ইত্যাদি। এই সমস্ত পৌর, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রকৃতি আলাদা হলেও তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এক অর্থাৎ নাগরিক হিসেবে সকল মানুষের মধ্যে একধরনের একীকরণ গড়ে তোলা।

পরবর্তীকালে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাগরিকত্বের পরিভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বলা হয় যে নাগরিকত্ব হলো এক ধরনের রাষ্ট্রীয় পরিচিতি, সামাজিক পরিচিতি নয়। মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচিতি সর্বদা এক নাও হতে পারে। রাজনৈতিক পরিচিতি কতগুলো প্রয়োজনীয়তা কে মেটায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক পরিচিতি মানুষকে সমাজে তার আত্ম পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলে। তাই নাগরিকত্বের যে অধিকারগুলো মানুষের মধ্যে একীকরণ গড়ে তোলে তা অর্জন করা তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হল বিবিধতার বা পৃথকীকরণের। তারা মনে করেন নাগরিকত্বের অধিকার যা সার্বজনীন সেখানে তাদের নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের একটি গোষ্ঠীগত ভিন্ন অধিকারের (Group-differentiated Rights) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যা বহু সংস্কৃতির অধিকার কিংবা চতুর্থ প্রজন্মের অধিকার হিসেবে প্রতিপন্ন হয়।

বহুসংস্কৃতিবাদ হল এমন একটি ধারণা, একটি মতাদর্শ এবং একটি তত্ত্ব যা সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও তাদের স্বীকৃতির ওপর বিশেষ জোর দেয়। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী যেমন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত, নৃকুলগত ইত্যাদির ভিত্তিতে), যে কোনও গোষ্ঠীভুক্ত মহিলা, ভিন্ন যৌনতাকামী মানুষ (LGBTs), প্রতিবন্ধী প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন সমাজে যাতে নিজ নিজ সংস্কৃতি নিয়ে স্বমহিমায় বসবাস করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার কথা বলে। বস্তুতপক্ষে উদারনৈতিক মতাদর্শের মূল বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমষ্টিবাদী (Collectivists) ও কৌমবাদী (Communitarian) তাত্ত্বিকেরা বহুসংস্কৃতি বাদের ধারণাকে তুলে ধরেন। তারা মনে করেন যে উদারবাদ যে সমস্ত রাজনৈতিক ধারণা গুলির ওপর জোর দেয় যেমন স্বাধীনতা, সম অধিকার, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও সহনশীলতা ইত্যাদি এগুলি মূলত সংস্কৃতি নিরপেক্ষ, ব্যাক্তিকেন্দ্রিক ও সার্বজনীন ধারণা যা ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতির স্বীকৃতির কথা বলে না। বহুসংস্কৃতিবাদের আলোচনায় যে সমস্ত তাত্ত্বিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন উইল কিমলিকা (Will Kymlicka), চার্লস টেলর (Charles Taylor), ব্রাইন বেরি (Brain Barry), ভিখু পারেখ (Bhikkhu Parekh) প্রমুখ।

কানাডিয়ান দার্শনিক উইল কিমলিকা (Will Kymlicka) তাঁর Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (1995) বইতে একটি উদারনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কিভাবে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার বজায় রাখা যায় সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। সাধারণভাবে উদারতাবাদ ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার উপর জোর দেয়। একটি রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে উদারনীতিকে প্রায়শই প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের নিরিখে এবং নাগরিক স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ সীমিত করার দিক থেকে বিবেচনা করা হয়। তাই উদারপন্থী মডেল নিয়ে

কৌমবাদীরা (communitarian) অত্যধিক ব্যক্তিবাদী হওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন যে উদারবাদে ন্যূনতম কোন গোষ্ঠী অধিকার (collective rights) নেই। এই মতামতের বিরুদ্ধে কিমলিকা যুক্তি দেন যে উদারনীতিতে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের একটা বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এবং বিশেষ করে একটি সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখান যে গোষ্ঠী অধিকার উদার চিন্তার অংশ। গোষ্ঠী অধিকারকে উদারনীতির মধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং এমনকি স্বাধীনতা ও সমতার জন্য প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা যেতে পারে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে সংখ্যালঘু অধিকারগুলো স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র এবং নাগরিকত্বের মতো বিস্তৃত রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং উদারতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রজাতন্ত্রের মতো বৃহত্তর আদর্শিক কাঠামোর মধ্যে সম্পর্কিত।

সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কিমলিকা দুই ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কথা বলেছেন-

1) বহুজাতিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংখ্যালঘু (National minorities in multi -nation states)
2) পলিএথনিক রাষ্ট্রে নৃকুলগত অভিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (Ethnic immigrant's minorities in polyethnic states)

জাতীয় সংখ্যালঘুরা যেখানে একটি সমগ্র জাতির স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছাকৃত সংযোজন থেকে উদ্ভূত হয়, সেখানে নৃকুলগত অভিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক অভিবাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

কিমলিকার যুক্তি হল উদারনৈতিক সংবিধানের মধ্য দিয়ে আমরা এমন এক ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারি যাতে কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব করতে না পারে। সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য কিছু বিশেষ অধিকার দিতে হবে যা গোষ্ঠীভেদে ভিন্নতর হতে পারে। তাঁর পরিভাষায় যা 'Group- differentiated rights' হিসেবে পরিচিত। গোষ্ঠীভেদে ভিন্নতর অধিকারের ধারণার ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এই রূপ কতকগুলো অধিকার হল-

1) স্বায়ত্তশাসন ও গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Right to self Government and group-representation)।
2) ভাষা, ধর্ম, প্রথা, আচরণ অনুষ্ঠান, প্রতীক, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রা রক্ষা করার অধিকার

কতগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ (affirmative action) গ্রহণের কথা বলা হয়েছে যেমন –

- সাধারণ আইন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার (Right to exemption from common law)
- সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অর্থের যোগান দেওয়া (Right to get fund and establish minority educational institute)
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি (Right to preferential treatment in admissions, education policies etc.)

3) সমমর্যাদা এবং স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার- এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য পুস্তক, পপুলার মিডিয়া,পাবলিক ডিসকোর্স সহ বিভিন্ন জায়গায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিকে স্থান দেওয়া।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিভাবে সকল গোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে কিমলিকা তাঁর 'mirror representation' এর তত্ত্ব তুলে ধরেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্কৃতিক ও

জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা যাতে আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় এবং তারা তাদের গোষ্ঠী স্বার্থের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে শুধু তাই নয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব হল এই সমস্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা। অর্থাৎ কিমলিকা জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতান্ত্রিক মডেল (individualist model of representation) এর পরিবর্তে এক ধরনের গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্ব (group model of representation) এর মডেল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে 'mirror representation' এর ক্ষেত্রে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করে তার যথাযথ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন-

1. কোন গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব ঘটা উচিত?
2. আইনসভায় কোনও একটি গোষ্ঠীর কতগুলো আসন থাকা প্রয়োজন?
3. গোষ্ঠীগুলির যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা কাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন?

কিমলিকা বলেন, যদি সমাজস্থ সকল গোষ্ঠীকেই অনুমতি দেওয়া হয় তাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও চাহিদা তুলে ধরার তাহলে তা রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্য উদ্ভূত হবে অন্তহীন দাবি দাওয়া। আর যাদের স্বার্থ যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা পূর্ণ হবে না তাদের মধ্যে দেখা দিবে তিক্ত অসন্তুষ্টি। তাঁর মতে, কোন একটি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া দরকার তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি শর্ত বা মানদন্ড পূরণ হচ্ছে কিনা –

1. সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়মিতভাবে নানাবিধ অসুবিধা ও লোকশানের শিকার
   এবং
2. সেই গোষ্ঠীটি কি স্বশাসন দাবি করে?

স্বশাসনের দাবি জানিয়ে থাকে মূলত জাতীয় সংখ্যালঘু (national minorities) গোষ্ঠীগুলি বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই তা লক্ষ্য করা যায়। 'নিয়মিতভাবে অসুবিধার শিকার' হওয়ার বিষয়টি আরো জটিল। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে গণ্য করা যেতে পারে নিপীড়িত (oppressed) হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে কিমলিকা মার্কিন সমাজের উল্লেখ করেছেন যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ, আমেরিকার আদিবাসী মহিলা, স্প্যানিশ ভাষী আমেরিকান, এশীয় - আমেরিকান, সমকামী, শ্রমিক শ্রেণী, দরিদ্র মানুষ, বৃদ্ধ নাগরিক প্রতিবন্ধী এই তালিকাভুক্ত। সমাজের যে গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘদিন ধরে নানান অসুবিধা ভোগ করে আসছে তারা সকলেই সব সময় গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সায় দেয় না। বহু অভিবাসী গোষ্ঠী বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় থেকেই তাদের স্বার্থ পূরণকে প্রাধান্য দেয়। নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব চায় না।

কোনও একটি গোষ্ঠীর আসন সংখ্যার বিষয়ে কিমলিকা দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন-

1. সমাজের মোট জনসংখ্যার মধ্যে গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা কত সেই অনুপাতে আসন থাকা।
2. যে গোষ্ঠীগুলি প্রান্তিকতম এবং সবথেকে অসুবিধা জনক অবস্থায় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার

অনুপাতের তুলনায় প্রয়োজন হলে বেশি সংখ্যায় আসন সংরক্ষিত রাখা। প্রথম সম্ভাবনা বা নীতিটি কিমলিকার মতে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মহিলারাই কেবলমাত্র মহিলাদের স্বার্থের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব

করতে পারে বা প্রান্তসীমায় থাকা মানুষেরা তাদের নিজেদের- এই ধারণাটি ভ্রান্ত। সুযোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানাবিধ স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম।

পরিশেষে জনপ্রতিনিধিরাই শুধুমাত্র সেই জনগোষ্ঠীর কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন আইন সভায় যাদের স্বার্থ তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন- এই প্রস্তাবটিও যুক্তিপূর্ণ নয়। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে নানা ধরনের মানুষ যারা একত্রে একটি কনস্টিটুয়েন্সী গঠন করে তাদের প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিটি গোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক কনস্টিটুয়েন্সী গড়ে তোলা বাস্তব সম্মত নয়। কিমলিকার মতে একটি জাতিরাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে সমস্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতি কারণ তার ফলেই সম্ভব জাতীয় স্বার্থ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

চার্লস টেলর (Charles Taylor) তাঁর 'The Politics of Recognition' প্রবন্ধে স্বীকৃতির রাজনীতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির অধিকার কে যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীকে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (positive attitude towards different culture) পোষণ করে চলতে হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মী সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা নয়, বরং ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিকে নিজ সংস্কৃতির ন্যায় সমমর্যাদা দিতে হবে। হতে পারে অন্যের সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান ও জীবনযাত্রা প্রণালী আলাদা কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। তার মধ্যে কোন ভুল নেই, তাই তা সমাজ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। তাই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতির পাশাপাশি সমান স্বীকৃতি দিতে হবে ।

টেলর ছাড়াও এ ব্যাপারে ভিখু পারেখ (Bhikhu Parekh), ডেভিড মিলার (David Miller), ইয়ং (Young), টুল্লি (James Tully), ইয়েল টামির (Yael Tamir) প্রমূখদের অবদান অনস্বীকার্য। ভিখু পারেখ বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বহুসাংস্কৃতিক বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর 'Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory' (2000) গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশদে আলোচনা করেছেন। তিনি উদারনীতিবাদের 'নৈতিক একত্ববাদ' (moral monism) ধারণাকে বর্জন করেন কারণ এটি এমন একটি ধারণা যার মধ্যে কেবলমাত্র এক ধরনের জীবনযাত্রা এবং এক ধরনের মূল্যবোধকেই শ্রেষ্ঠ ও সঠিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার, আর অন্যান্য গুলিকে পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা রয়েছে। তাই তিনি মনে করেন একমাত্র বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিই হল বর্তমান যুগের বহু সাংস্কৃতিক সমাজের চরিত্র অনুধাবন করার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। পারেখ দাবি করেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সুদীর্ঘ সম্পর্ক গড়ে উঠবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এবং কোন গোষ্ঠীর চাহিদা কি হবে বা হওয়া উচিত তা অন্য কোন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মানদন্ডে নির্ধারিত হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর মতে সমাজের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে আমাদের সকলেরই মান্যতা দেওয়া উচিত এবং তা সর্বসমক্ষে স্বীকার করা প্রয়োজন।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহুসংস্কৃতিবাদ ও সংখ্যালঘু অধিকার: ভারতের সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অতুলনীয়। ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি যেমন ভাষা, রন্ধন প্রণালী, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংগীত, নৃত্য সর্বোপরি সার্বিক জীবন যাপনের প্রণালীর মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের স্বাদ প্রদান করে থাকে। এই বৈচিত্র শুধুমাত্র রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যেও স্পষ্ট, প্রত্যেকের নিজস্ব ঐতিহ্য ও রীতিনীতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- তামিলনাড়ুর ভারতনাট্যম,

উত্তরপ্রদেশের কত্থক এবং উড়িষ্যার ওডিসিসহ ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। ভারতীয় বহু সংস্কৃতির কাঠামোতে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভারতীয় সংবিধানে ২২ টি সরকারিভাবে নির্ধারিত ভাষা ছাড়াও এখানেই প্রায় ১৯৫০০ টিরও বেশি উপভাষা রয়েছে। ভারতের এই ভাষাগত বৈচিত্র বহুত্ববাদী পরিচয় এর যেখানে প্রতিটি ভাষা তার সম্প্রদায়ের ইতিহাস সাহিত্য এবং শিল্পের বাহক হিসেবে কাজ করে।এছাড়াও ভারতীয় শিল্প ও বিনোদন জগৎ বহু সংস্কৃতি বাদের প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভারতীয় সিনেমা প্রায়শই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবন ও গল্প চিত্রিত করে যার ফলে বিভিন্ন দর্শকদের মধ্যে সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার অনুভূতি জেগে ওঠে।

ভারত হলো বেশ কয়েকটি প্রধান বিশ্ব ধর্মের জন্মস্থান, যার মধ্যে রয়েছে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, এবং শিখ ও পার্সি ধর্মাবলম্বীর মানুষজন। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৭৯.৮০% হিন্দু, ১৪.২৩ শতাংশ মুসলিম, ২.৩ শতাংশ খ্রিস্টান, ১.৭২% শিখ, ০.৭% বৌদ্ধ, ০.৩৭ % জৈন, এবং অন্যান্য ধর্মের ০.৬৬ শতাংশ। এই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য ভারত নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় সময় ছিল তার প্রতি প্রতিশ্রুত বদ্ধ। এখানে সমস্ত ধর্মের ধর্মীয় উৎসব সমূহ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত উদযাপিত হয়, যেখানে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ প্রায়শই ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে একে অপরের উৎসবে সামিল হয় যা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'র বার্তা প্রেরণ করে। দীপাবলি, ঈদ, ক্রিসমাস, দুর্গাপূজা এবং বৈশাখী সহ নানাবিধ ধর্মীয় উৎসব শুধুমাত্র পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের উদযাপন নয়, বরং তা ভারতের যৌথ সাংস্কৃতিক নীতির অংশ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যেমন রয়েছে তেমনি সংশ্লিষ্ট ধর্মভুক্ত মানুষের মধ্যে জাতপাত ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা। যেমন ভারতবর্ষ সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও এখানে হিন্দু ধর্মভুক্ত মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই হিন্দু ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বত্রই যে এক তা নয় অঞ্চলগত পার্থক্য ভেদে কিংবা ভাষাগত পার্থক্য ভেদে বিশেষ করে জাতপাত গত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে ভারতে গড়ে উঠেছে এক বিপুল বৈচিত্র্যতা। এর ফলে হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। যেমন অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী (তপশিলি জাতি ও উপজাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠী), মহিলা সম্প্রদায়, ভিন্ন যৌনতাকামী গোষ্ঠী- সকলেই নিজেদের গোষ্ঠী অধিকার এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেয়। এছাড়াও অঞ্চলগত পার্থক্য ভেদেও ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত। যেমন উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারত, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া দরুন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির (যেমন মায়ানমার এর সাথে ভারতের মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ও অরুণাচল প্রদেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রয়েছে) অনেক কাছাকাছি থাকার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ভারতের সাথে যতটা না মিল রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি ভারতের উত্তর-পূর্বের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা সে ভাষাগত কিংবা জীবনযাত্রা নিরিখে হতে পারে। ফলস্বরূপ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠী তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি সত্ত্বা বজায় রাখার জন্য কিংবা নিজেদের গোষ্ঠী অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য স্ব-শাসনের দাবি জানিয়ে থাকে। ভারতকে এই সমস্ত দাবি-দাওয়া গুলো বিবেচনা করতে হবে যথার্থ মর্যাদার সহিত। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টির স্লোগান 'one nation, one culture, one people' বহুসংস্কৃতি

বাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। যা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

যাইহোক ভারতের এই বৈচিত্র রক্ষা করার জন্য বিশেষ সাংবিধানিক বিধান প্রয়োজন যা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করতে পারে এবং তাদের সুরক্ষিত করতে পারে। ভারতে গৃহীত কতগুলো সাংবিধানিক বিধান হল -

1) প্রস্তাবনায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।
2) সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ধর্ম দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে, স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি অর্জন করতে ও তার মালিকানাধীন হতে পারবে, এবং আইন অনুযায়ী সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে।
3) ভারতীয় সংবিধানের ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৬ এবং ৩৩৭ নম্বর ধারায় ইঙ্গ-ভারতীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে
4) ৩৫০(খ) নম্বর ধারায় ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

এই সমস্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ গুলির পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (uniform civil code) কথা নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of state Policy) মধ্যে বলা হয়েছে যা বহুসংস্কৃতিবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে অনেকেই মনে করেন। কেননা আমরা যদি ভারতবর্ষের দেওয়ানি বিধির দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এখানে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভেদে নানারকম দেওয়ানি বিধি-বিধানসমূহ রয়েছে। যেমন- বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির অধিকার ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আলাদা আলাদা। তাই এক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হলে তা হবে ধর্মীয় বিবিধতার একীকরণ বা সদৃশকরণ (uniformity of cultural diversity) ঘটানো, যা বহুস্বর কে বিনষ্ট করবে। কিন্তু এটা অত্যন্ত সরলীকরণ একটি ধারণা। বিষয়টিকে আরো গভীরে গিয়ে অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এক্ষেত্রে উইল কিমলিকার (Will Kymlicka) External Protection বনাম Internal Restriction এর ধারণাকে সামনে আনতে হবে।

উইল কিমলিকার (Will Kymlicka) External Protection এবং Internal Restriction এর ধারণাকে বুঝতে হলে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার বনাম যৌথ অধিকার (Individual Rights Vs Collective Rights) এর ধারণাকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তিনি দেখান যে, নৃকুল (ethnic) এবং জাতীয় (national) গোষ্ঠী কর্তৃক দাবিকৃত যৌথ অধিকারকে ব্যক্তিগত অধিকারের শত্রু মনে করে উদারনীতিবাদীরা ভয় পান। কিমলিকার ভাষায় ‘‘Many liberals fear that the ‘collective rights’ demanded by ethnic and national groups are, by definition, inimical to individual rights’’. এইরূপ ধারণা জনসমক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে যখন কানাডার প্রধানমন্ত্রী Pierre Trudeau কুইবেক জনগোষ্ঠীর স্বশাসনের অধিকার (right to self-government) কে অস্বীকার করে বলেন যে, তিনি ব্যক্তির

প্রাধান্যতায় বিশ্বাস করেন (the primacy of the individual) এবং তাঁর মতে একমাত্র ব্যক্তিই যাবতীয় অধিকারের মালিক (only the individual is the possessor of rights)।

যাইহোক, কিমলিকা ব্যক্তি বনাম সমষ্টিগত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুই ধরনের দাবির কথা উল্লেখ করেছেন, যা যেকোনো এথনিক কিংবা ন্যাশনাল গোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত হতে পারে-

প্রথম; এমন দাবি যা কোন গোষ্ঠী তার নিজ সদস্যের বিরুদ্ধে আনতে পারে (the claim of a group against its own members)। এই ধরনের দাবির উদ্দেশ্য হলো গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য থেকে গোষ্ঠী অধিকার কে সুরক্ষিত করা। বস্তুতপক্ষে যখন কোন গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, রীতিনীতি অনুসরণ না করে তখন এই ধরনের দাবি উত্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়; কোনও গোষ্ঠী কর্তৃক বৃহত্তর সমাজের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দাবি (the claim of a group against the larger society)। যেকোনো ধরনের বাহ্যিক সিদ্ধান্ত যেমন বৃহত্তর সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব থেকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এই ধরনের দাবি উত্থাপিত হয়।

দাবির ধরন যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য একটাই-জাতীয় কিংবা জাতিগত সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা এবং যৌথ অধিকারকে ব্যক্তি অধিকারের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। কিমলিকা প্রথম ধরনের দাবিকে 'Internal Restrictions' এবং দ্বিতীয় দাবিটিকে 'External Protections' হিসেবে অভিহিত করেছেন। Internal Restrictions আন্ত:গোষ্ঠী (intra-group) সম্পর্কের সাথে যুক্ত- যা গোষ্ঠী সংহতির নামে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর কোন সদস্যের স্বাধীনতায় নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে পারে যা কাম্য নয়। এই রূপ নিপীড়নের শিকার হয় মূলত কোন গোষ্ঠী ভুক্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণী যেমন- যেকোনো গোষ্ঠী ভুক্ত মহিলা, অনগ্রসর জাতি (হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত SC, ST, OBCs etc.), ভিন্ন যৌনতাকামী মানুষ (LGBTs) প্রমুখরা। উদাহরণস্বরূপ কেরলের শবরীমালা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সী যে কোন মহিলার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল যা সেখানকার সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সংস্কৃতি পরিচায়ক হিসাবে শতাব্দী প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত ছিল। বিগত কয়েক দশক ধরে আন্দোলনের জেরে ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় তা বাতিল করা হয় ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতায় অহেতুক নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা ও অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত কারণে। একই রকম ভাবে ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত তিন তালাক প্রথা রদ করা হয়। বস্তুতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নানাবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামি, আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও গোষ্ঠীর অধিকারের নামে মহিলাদের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা হয় তা ব্যক্তি অধিকারের পরিপন্থী যা কাম্য নয়।

অপরদিকে External Protection আন্তর্গোষ্ঠী (inter-group) সম্পর্কের সাথে যুক্ত। নৃকুলগত কিংবা জাতীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং পরিচিতি সত্ত্বা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের কাছে সুরক্ষা চাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- বিশেষ মর্যাদা প্রদান কিংবা বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর অধিকারকে সুরক্ষিত করবে তবে এক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে অন্য গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন কিংবা মার্জিন হতে পারে। শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি যা সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের চেতনাকে লালন করে আসছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, ভারতের বহুসংস্কৃতিবাদ শক্তির অন্যতম মানদন্ড হলেও এক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠে এসেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ, আঞ্চলিকতা এবং ভাষাগত অরাজকতার বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাইহোক ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও বহুসংস্কৃতিবাদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংস্কৃতি স্বীকৃতি পাবে তা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে কখনও কখনও কোনও কোনও গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদী উপায় অবলম্বন করে থাকে, যা কাম্য নয়। কেননা বহুসংস্কৃতিবাদ যেখানে 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' প্রতিষ্ঠার কথা বলে সেখানে সেই বৈচিত্র্যতা বজায় রাখতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা মূল গোষ্ঠী থেকে ভেঙে যাওয়া সুস্থ সামাজিক সাংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

1) Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Great Britain: Clarendon Press. Oxford University.
2) Taylor, C. (1992). The Politics of Recognition. In Amy Gutmann, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. United Kingdom: Princeton University Press.
3) Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Macmillan Press, London.
4) Kumar, P. K. (2013). Democracy and Kymlicka's Conception of Minority Rights: Towards a Perspective of Dalit Rights. https://www.roundtableindia.co.in/liberal-democracy-and-kymlicka-s-conception-of-minority-rights-towards-a-perspective-of-dalit-rights/ [accessed on 02.07.2024]
5) HENRARD, K. (2000). Education and Multiculturalism: the Contribution of Minority Rights? International Journal on Minority and Group Rights, 7(4), 393–410. http://www.jstor.org/stable/24675079 [accessed on 05.07.2024]
6) Rajan, N. (1998). Multiculturalism, Group Rights, and Identity Politics. Economic and Political Weekly, 33(27), 1699–1701. http://www.jstor.org/stable/4406957 [accessed on 05.07.2024]
7) Kymlicka, W. (2018). Liberal Multiculturalism as a Political Theory of State–Minority Relations. Political Theory, 46(1), 81–91. https://www.jstor.org/stable/26965846 [accessed on 6.07.2024]
8) Kumar, C. (2011). Multiculturalism in a Global Society: Minority Rights and Justice. Research on Humanities and Social Sciences, 1(3), https://www.researchgate.net/publication/228518377_Multiculturalism_in_a_Global_Society_Minority_Rights_and_Justice [accessed on 28.06.2024]